প্রশ্ন : বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় দাও।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিভূতিভূষণের আলোচনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমাদের বলতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে এই তিনজন লেখক বাংলা ছোটগল্পের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতি, সমাজ এবং মানবজীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেছেন ও তাঁর শিল্পরূপ দান করেছেন।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলিতে পল্লীজীবনের ছোট প্রাণ ছোট কথার প্রাণবন্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবনদৃষ্টির পরিচয় নিতে গেলে দেখা যায় প্রকৃতিপ্রীতি স্বপ্নস্নিগ্ধ মোহাবেশ তার জীবনের জটিলতাকে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। বিভূতিভূষণের পল্লীপ্রকৃতি শাল মহুয়ার দিগন্ত স্পর্শী অরন্যানী এবং নীল আকাশের স্বপ্ন মেদুর হাতছানি একটা শোভা সৌন্দর্য শুচিতায় কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন, যেন এই স্বপ্নলোকই একমাত্র বাস্তব, যেন এরূপ হওয়া উচিত ছিল, কি যেন হারিয়ে গেছে জীবন ক্ষেত্রে- এমন একটি ভাবঘন রস ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছেন লেখক। বিভূতিভূষণ পাঠককে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করাননি, প্রকৃতিরস থেকে দৃষ্টি প্রদীপের আলোয় অলৌকিক দেবযানে তাকে অভিসার করিয়েছেন। জীবন থেকে রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শের নির্যাস গ্রহণ করেছেন তিনি। আর এই নিত্য নতুন বৈশিষ্ট্যে বিভূতিভূষণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। তার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

ক) গল্পের চরিত্রগুলি হয়েছে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক।

খ) এক অখন্ড জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে তার গল্পে।

গ) নিজস্ব উপলব্ধির জগত সৃষ্টি করেছেন ছোটগল্পে।

ঘ) পল্লী গ্রামের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি যেন জ্বলন্ত হয়েছে তার রচনায়।

ঙ) তার গল্পে মানবধর্ম ও প্রাকৃতিক রূপের বাস্তব চিত্র লক্ষণীয়।

চ) প্রকৃতি প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি রচনায়।

'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্মও মৃত্যু', 'কিন্নরদল', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হিসাবে আজও পাঠক হৃদয়ে রসসঞ্চার করে চলেছে।

তাঁর ছোটগল্পের কাহিনী, প্রতিবেগ, নর নারীর স্বভাব চরিত্র – সবই গল্পের মতো শান্ত, মধুর ও প্রাকৃতিক। বাংলা কথাসাহিত্যে অনাবিল প্রকৃতি প্রেমের স্বতন্ত্র সংযোজনে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।